কালের কণ্ঠ

তারিখ 24.OCT.2015 পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৩

ড. আবদুল্লাহ ইকবাল

মেডিক্যালের বিতর্কিত ভর্তি পরীক্ষা

> অভিযোগ বা আন্দোলন কর্মসূচি আমলে নিয়ে সরকার কি পারত না বিষয়টি পর্যালোচনা করতে? সরকারের পক্ষ থেকে তেমন দৃশ্যমান উদ্যোগের পরিবর্তে আমরা দেখলাম আন্দোলন কর্মসূচিতে পুলিশের বাধা, নির্বিচারে লাঠিচার্জ ও গ্রেপ্তার

গত ১৮ সেপ্টেম্বর সরকারি-বেসরকারি মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজের এমবিবিএস/বিডিএস কোর্সের প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এই একটি সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমেই ৩০টি সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও ৯টি ডেন্টাল কলেজের পাশাপাশি ৬৫টি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও ৩৩টি ডেন্টাল কলেজে মেধাবী-ভর্তিযোগ্য ভবিষ্যৎ 'চিকিৎসক'দের গুণী চিকিৎসক হিসেবে গড়ে ওঠার সুযোগ করে দেওয়া হয়। বলতে গেলে: অনেক বছরের অবিরাম চেষ্টা-তদবিরের পর মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজগুলোতে ভর্তির জন্য এ ধরনের একটি সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতির প্রবর্তন হয়। দেশের মোট ২৩টি কেন্দ্রে একযোগে এই ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ভর্তি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৮৩ হাজার, পাস করেছে ৪৮ হাজার ৪৪৮ জন। তবে সরকারি মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজে আসনসংখ্যা তিন হাজার ৬৯৪, বেসরকারি মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজে আসনসংখ্যা সাত হাজার ৩৫৫। প্রথানুসারে সরকারি মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজে ভর্তি শেষ হওয়ার পর ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয় বেসরকারি মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজগুলোতে। মাঝেমধ্যে কিছু ব্যতিক্রম বা অনিয়ম ঘটলেও এভাবেই চলে আসছিল বিগত দিনগুলোতে মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজের ভর্তি কার্যক্রম। কিন্তু এ বছরই দেখা গেছে ব্যতিক্রম, যা সার্বিকভাবে দেশের চিকিৎসা শিক্ষাব্যবস্থাকেই করে তুলেছে প্রশ্নবিদ্ধ।

প্রশ্ন ফাঁস আমাদের দেশের পাবলিক পরীক্ষা বা চাকরিতে নিয়োগ পরীক্ষার জন্য নতুন কিছু নয়। কখনো কম, কখনো বেশি, কখনো প্রকাশ্যে, কখনো আড়ালে এসব চলে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। এ নিয়ে অনেক কথাবার্তা হলেও খুব যে কাজে এসেছে সেটি বলা যাবে না। সরকারও যে খুব বেশি গুরুত্ব দিয়ে এসব ঘটনার মোকাবিলা করতে চেয়েছে সেটিও মনে হয় সবাই মানতে চাইবে না। যাহোক, অন্যান্য পরীক্ষার চেয়ে এমবিবিএস/বিডিএস কোর্সের ভর্তিকে একটু আলাদাভাবে দেখা হয়। সাধারণ বিষয়ের পড়াশোনার চেয়ে মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজে পড়াশোনার একটু ভিন্নতা আছে বলেই এখানে মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি করার বিধান রাখা হয়েছে। অথচ এখানেই কিনা কম মেধাবীদের ভর্তির সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে!

মিডিয়ার বদৌলতে যতটুকু জানা গেছে, পরীক্ষার আগের রাতেই নাকি বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে প্রশ্নপত্র! আন্দোলনকারীদের হাতে এ-সংক্রান্ত প্রমাণও নাকি আছে। স্বাভাবিকভাবেই যে বা যারা প্রশ্ন হাতে পেয়েছে তাদের পরীক্ষা অনেক ভালো হয়েছে, পরীক্ষায় ভালো নম্বর পাওয়া সহজতর হয়ে গেছে। পাশাপাশি অন্যরা হয়েছে বঞ্চিত, দুর্ভাগা! হয়তো এই বঞ্চিত-দুর্ভাগারাই পেতে পারত সুন্দর সুযোগটুকু, পূরণ করতে পারত তাদের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন। কিন্তু রাষ্ট্র তাদের সুযোগটির নিশ্চয়তা দিতে ব্যর্থ হওয়ার পাশাপাশি পৃষ্ঠপোষকতা করেছে অন্যায়কে, নৈতিকতাবিবর্জিত কাজকে। ফলে বঞ্চনা ও অভিমান নিয়ে শিক্ষার্থীরা নেমে এসেছে আন্দোলনে। দেশবাসী দেখেছে বঞ্চিত শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের আন্দোলন-মিছিল। তাদের আন্দোলন কর্মসূচিতে সমর্থন ছিল ও আছে চিকিৎসকসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের, কয়েকটি ছাত্রসংগঠন, বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের। সরকার বা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কর্তাব্যক্তিদের বক্তব্য শুনে মনে হয় আসলে কিছুই ঘটেনি! যদি তা-ই হয়, তাহলে এই অভিযোগ ওঠার পর কেন ডাক্তারসহ বিভিন্ন পেশার গোটা দশেক মানুষকে র‌্যাব গ্রেপ্তার করল ও রিমান্ডে নিল? কেনই বা তড়িঘড়ি করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ফল প্রকাশ করে নতুন বিতর্কের সুযোগ করে দিল? একদিকে চলমান আন্দোলন, অন্যদিকে শেষ হয়েছে ভর্তি কার্যক্রম! অভিযোগ বা আন্দোলন কর্মসূচি আমলে নিয়ে সরকার কি পারত না বিষয়টি পর্যালোচনা করতে? সরকারের পক্ষ থেকে তেমন দৃশ্যমান উদ্যোগের পরিবর্তে আমরা দেখলাম আন্দোলন কর্মসূচিতে পুলিশের বাধা, নির্বিচারে লাঠিচার্জ ও গ্রেপ্তার। সর্বশেষ আন্দোলনকারীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত হয়েছে 'গণতদন্ত' কমিটি। জানা নেই গণশুনানিতে সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি পাঠানো হবে কি না। আবার এমনও হতে পারে, গণতদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশের আগেই ভর্তি করা ছাত্রদের ক্লাস শুরু হয়ে যেতে পারে! জানা নেই তখন আন্দোলনের মাত্রা কী হবে বা আন্দোলন কোথায় গিয়ে শেষ হবে। তবে এই বিতর্কিত পরীক্ষা বাতিল করে নতুন করে ভর্তি পরীক্ষার সুযোগ করে দিলে সরকার বা সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিরা নিন্দিত না হয়ে নন্দিত হতেন, সেটি মনে হয় নিশ্চয়তা দিয়েই বলা যায়। আর এতে সরকারের ভাবমূর্তিও উজ্জ্বল হতো বলে আমাদের বিশ্বাস। যা-ই হোক, শেষ পর্যন্ত 'গণতদন্ত' কমিটির রিপোর্ট যেন সরকার ও আন্দোলনকারী সবাই মেনে নিতে পারে সেই মানসিকতা প্রত্যাশা করছি।

লেখক : সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, ফুড টেকনোলজি ও গ্রামীণ শিল্প বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ
iqbal21155@bau.edu.bd